COMPILED & CIRCULATED BY

DR. DIPAK SHOM

ASSISTANT PROFESSOR, DEPT.OF BENGALI, NARAJOLE RAJ COLLEGE

"এবং ইন্দ্রজিৎ"

আলোচনা-৪

ইন্দ্রজিৎ চরিত্র

প্র:- 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটক অবলম্বনে ইন্দ্রজিৎ চরিত্র আলোচনা কর,
অথবা,
'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের নায়ক কে? – যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর,

প্রচলিত বাংলা নাট্য ধারায় 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৫) এক অনন্য ব্যতিক্রম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে হতাশাদীর্ণ, নৈরাশ্য পীড়িত মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি প্রকাশে নাটকটি অদ্বিতীয়, আধুনিক যন্ত্রণাদীর্ণ জীবন চিত্রের পরিচয়ে নাট্যকার বাদল সরকার অসাধারণ কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন, আলোচ্য নাটকে আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত কোন নিটোল কাহিনী বৃত্ত স্থান পায় নি, রয়েছে শুধু মধ্যবিত্ত জীবনের কিছু খণ্ড চিত্র, প্রচলিত নাট্য বিচার পদ্ধতিতে তাই এই নাটকের মূল্যায়ন চলে না, নায়ক বিচার প্রসঙ্গেও একথা সর্বাংশে সত্য, প্রথানুগ নাট্য ধারায় কাহিনী এবং চরিত্রের উপর নায়ক চরিত্রের যে নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এ নাটকে সেই ধরনের চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে না, আসলে কাহিনী যে নাটকে স্থান পায় নি, সেই নাটকে কাহিনী বা ঘটনা ধারা নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ আসে না, একথায় প্রচলিত নাট্যরীতির কোনো বৈশিষ্ট্যই এখানে প্রতিফলিত হয় নি, তবে নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রেত জীবন দর্শন যে এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত হয়েছে তারা হল লেখক এবং ইন্দ্রজিৎ, নাট্যকারের মূল ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ইন্দ্রজিতই হয়েছে উঠেছে আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র,

'এবং ইন্দ্রজিৎ' আগাগোড়া জীবন্মৃত নাগরিক জীবনের সমালোচনা তাই এই নাটকে চিত্রপট নয়, চিত্তপটই অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে, বলাবাহুল্য, এ চিত্ত মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনেরই, এই জীবন বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন, বৃত্তাকার এবং অনাবেগীয়, অমল-বিমল-কমল এবং ইন্দ্রজিৎ-এর মধ্য দিয়ে নাট্যকার এই জীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেছেন, আসলে বিশ শতকে ঘটে যাওয়া দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ, মানবিক মূল্যবোধের অপমৃত্যু, ফ্যাসিস্ট শক্তির আগ্রাসন, বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পীড়ন এবং আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার হুঙ্কার বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষের অন্তরসত্তাকে ক্লীব তথা পঙ্গু করে তুলেছিল, চেতনাহীন জীবনের এই জড়স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের মধ্য দিয়ে,

'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের মুখ্য চরিত্র ইন্দ্রজিৎ, তার নামে নামকরণ করে নাট্যকার চরিত্রটির ব্যতিক্রমী জীবনদর্শন তুলে ধরেছেন, অমল-বিমল-কমলদের দলে হারিয়ে না যাওয়া সে এক স্বাধীনসত্তা, ইন্দ্রজিতের জীবন ভাবনাকে স্পষ্টতা দিতে গিয়ে নাট্যকার বিপরীতে অমল-বিমল-কমল-এর জীবন চিত্রের পরিচয় তুলে ধরেছেন, মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিনিধি হলেও অমল-বিমল-কমলের জীবন চিত্রের পরিচয় তুলে ধরেছেন, ভাবনা অপেক্ষা ইন্দ্রজিতের জীবন ভাবনা ভিন্ন ধরনের, অমল-বিমল-কমল

গোষ্ঠীগত জীবন প্রবাহে অসংলগ্ন, অর্থবিত্তের স্বচ্ছলতা, বুদ্ধিজীবীর মহিমা নয়, উচ্চলোকের সাহচর্য দিয়ে তারা পরিপূর্ণ জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করে। নাট্যকারের কথায় —

" তারা অর্থবিত্ত, অর্থবিত্তের মধ্যে বিত্তের তারতম্য যথেষ্ট, তারা বুদ্ধিজীবী, অবিশ্যি বুদ্ধিজীবিতা বলে অনেকেই অনাচারের অরাত, তারা বিশিষ্ট শব্দ বিশ্রিকেই বিদ্যা বলে ধরে নেওয়া চলে। তারা উচ্চলোক, ছোটলোক থেকে নিজেদের পার্থক্যটা বোঝে না বলে, তারা অমল - বিমল - কমল,"

প্রচলিত জীবন প্রবাহের আবর্তে অমল - বিমল - কমল নিজেদেরকে সুখী বলে মনে করে। এ কথায় পরিচিত দুনিয়ার মধ্যেই তারা রূপাক খায়, ইন্দ্রজিৎ তাদের অপেক্ষা ব্যতিক্রমী, পরিচিত পৃথিবীর বাইরে আরেক পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছে বলে তার মনে সর্বদাই রয়েছে এক অতৃপ্তি। তাইতো সে পকেটে এক টাকা বারো আনা নিয়ে অসীমের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। ইন্দ্রজিতের এই ব্যতিক্রমী সত্তার দিকে তাকিয়ে নাট্যকার তার নামেই নামকরণ করেছেন, 'এবং' এই সংযোজক অব্যয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন অমল-কমল-কমল অপেক্ষা ইন্দ্রজিৎ ব্যতিক্রমী।

যে নেতিবাদী জীবন দর্শন 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে প্রকাশিত হয়েছে তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের মধ্য দিয়ে, নাটকের শুরুতে চরিত্রটির সম্ভাবনাময় জীবনের পরিচয় প্রকাশিত। ইন্দ্রজিৎ পড়াশুনায় মেধাবী, বিদেশী ডিগ্রিও রয়েছে তার। ভালো চাকরীও পেয়েছিল সে। এক কথায় বিমল হয়ে সে সহজে জীবন কাটিয়ে দিতে পারত, কিন্তু অনুভূতি ও উপলব্ধির গভীরতা তাকে ভিন্ন পথে চালিত করেছে। তাই প্রচলিত জীবন তার ভালো লাগে না, ইন্দ্রজিতের ভাবনায় জীবনের কোনো নির্ভরতা নেই, কোনো আশ্রয় নেই, কোনো নির্ভরতা নেই, আছে শুধু অন্তহীন পথে ছুটে চলা, মানুষের স্বার্থপরে স্নেহ-প্রেম ও মমতার বন্ধন মিথ্যা, পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই যন্ত্রণাদায়ক। এই যন্ত্রণাদীর্ণ জীবন থেকে মুক্তি পেতে ইন্দ্রজিৎ বদ্ধপরিকর। ইন্দ্রজিতের এই ভালো না লাগার অনুভূতিই অস্তিবিত্ত জীবনবোধের অভিমুখী দর্শনকে তুলে ধরে। ইন্দ্রজিতের এই ভাবনার সঙ্গে জীবনানন্দের 'আট-বছর আগের একদিন' কবিতার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, যে বিপন্ন বিস্ময় 'আটবছর আগের একদিন' কবিতার নায়ককে আত্মহত্যার পথে প্ররোচিত করেছিল, সেই বিস্ময় ইন্দ্রজিৎকেও সমানভাবে পীড়িত করে। নৈরাশ্যময় জীবনে পথ হেঁটে হেঁটে ইন্দ্রজিৎ ক্লান্ত —

" আমি ক্লান্ত, বৃথা প্রশ্ন যাক
কখন ঘুমোতে দাও নিশ্চিন্ত নির্বাক
ছায়ার গভীরে।"

মৃত্যু চেতনা তাই বারে বারে উঁকি দিয়ে যায় ইন্দ্রজিতের মনে —

"আসলে মরে যাওয়াটা পরম সুখের
কত লোক মরে সুখে আছে।"

ইন্দ্রজিতের মনে এই ঈশ্বরচন্দ্রের ছায়াপাত ঘটেছে এবং তার উত্তরণ ঘটেছে।

ইন্দ্রজিৎ বদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় জীবন অতিবাহিত করতে রাজি নয়, তাই তার মন বারে বারে ছুটে যেতে চায় বু বু মরুভূমি বা বরফের দেশে। সামাজিক কিছু টাবু যাঁরা শিক্ষিত চাষা বলে মাসতুতো বোন হলেও যে মা মাসী কে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু জড় সামাজিক পরিবর্তন করতে গিয়ে বারে বারে হোঁচট খেতে হয় তাকে। নিজের চাহিদায় অতবিখ্যাত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না তার। ইন্দ্রজিতের এই উপলব্ধি সকল মানুষের বোধে আসে না। লেখা পড়া, চাকরী, বিবাহ, সংসার সব কিছুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও কোন কিছুতে তার আসক্তি নেই, বাসনাচেতনা নয়, ইন্দ্রজিৎ অস্তিত্বের সঙ্কটেও আচ্ছন্ন, তাই তার মুখে শোনা যায় চিরিঞ্জীবের নিরন্তর প্রচেষ্টার কাহিনী।

দোলা চলতা ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের আর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, প্রচলিত গতানুগতিক প্রবাহে গা ভাসাতে সে রাজি নয়, আবার এই জীবন মুক্তিলাভও সম্ভব নয় এইকারণে লেখক যখন জানতে চেয়েছেন তার মৃত্যু হয়েছে কিনা, তখন তাকে বলতে শোনা যায় —

" এখনো হয়নি।"

আবার কিছুক্ষণ পরে নিজেই বলেছে —

" না ঠিক জানি না।"

ইন্দ্রজিতের এই দ্বিধান্বিত উত্তরের মধ্যে পাওয়া যাবে ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থার যথার্থ রূপচিত্র। ইন্দ্রজিৎ সেই চরিত্র যে জ্ঞান বৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে জীবনে অসাধারণ উপলব্ধি করেছে। যে বুঝেছে জন্মমৃত্যুর পাকচক্রে আহার-নিদ্রা এবং বিলাস-বৈভব ছাড়াও মানুষের জীবনের আরো কিছু করণীয় আছে, তাই তীর্থে পৌঁছাতে না পারলেও তীর্থ পথেই এগিয়ে চলতে চেয়েছে সে —

" তীর্থ নয়,
তীর্থ পথ আমাদের মনে হোক রুদ্ধ।"

এই আশাবাদেই ঘটেছে ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের উত্তরণ।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে নাট্যকার যে জীবন দর্শন ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, তা পরিস্ফুট হয়েছে ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ইন্দ্রজিতের বিপরীতে 'সকল বিফল - কমলের জীবন ভাবনা তুলে ধরে নাট্যকার ইন্দ্রজিতের ভাবনাকেই পূর্ণতা দিয়েছেন। লেখকের বক্তব্য ইন্দ্রজিতের অনুসারী হলেও ইন্দ্রজিতের মতো তিনি আত্ম-সমীক্ষার বেদনায় দীর্ণ নয়। তাই প্রচলিত নাটকের মতো বাহ্যিক ক্রিয়া কুশলতা না থাকলেও ইন্দ্রজিৎ-ই হয়ে উঠেছে আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সবমিলিয়ে তাই বলা যায়, নাট্যকারের মূল আদর্শকে উপস্থাপন করে চরিত্রটি লেখকের মর্যাদা লাভ করেছে।

— ৬ —